দৈনিক সংবাদ

13 MAY 1993
৪ ... ৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমীপে

গত দু'তিন বছর ধরে আমাদের এতদঞ্চলে (বৃহত্তর নোয়াখালীতে) নূরানী শিক্ষার প্রচলন বেশ বেড়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ৬–১০ বছরের কোমলমতি ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানো হয়। ৩ বছর মেয়াদী এই কোর্সে ছেলেমেয়েদেরকে ১ ঘন্টা বিরতিসহ ভোর ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে হয়। সময়ের সাথে সাথে সকল ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন ধ্যানধারণার চাপ পড়বে এটা স্বাভাবিক। আমাদের এতদঞ্চলে হঠাৎ করে গড়ে উঠা এসকল শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কোন্ প্রাসঙ্গিকতা ও যুক্তি কাজ করে না। ৬–১০ বছরের শিশুদের ৩টি বছর এভাবে ধ্বংস করার চক্রান্ত কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এ বয়সে আরবীর হাতে খড়ি নিয়ে কোনরকম বিরোধিতা করছি না। বিরোধিতা করছি দীর্ঘ সময় এসকল কেন্দ্রে ধরে রাখার জন্য। যার জন্য কোমলমতি ছেলেমেয়েরা তাদের অমূল্য সময় ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব কেন্দ্রে কেবল আরবীই পড়ানো হয়, বাংলা বর্ণমালা, শতকিয়া কিছুই পড়ানো হয় না। ফলে ১২/১৩ বছর বয়সে এসকল ছেলেমেয়ে যখন এসব কেন্দ্র ত্যাগ করবে তখন তাদের প্রাথমিক শিক্ষার বয়স থাকবে না। বিদ্যালয়ে পাঠালেও এরা সংকোচবোধ করবে তাদের চেয়ে ৪/৫ বছরের ছোটদের সাথে লেখাপড়া করতে। এর পরিণতি কি যে হবে তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম কিরূপ এগুচ্ছে তা হুট করে বলে দেয়া যায় না। অবশ্য নূরানী শিক্ষার হালহকিকত দেখে সরকারের ঢাকঢোল পেটানো কাজের ওপর সন্দেহ জাগে বৈকি।

যেসকল ছেলেমেয়ে এসব কেন্দ্রে লেখাপড়া করছে তাদের অধিকাংশের পিতামাতা নিরক্ষর কিংবা অর্ধশিক্ষিত। আবার এরা আর্থিকভাবে দুর্বল কিংবা ভূমিহীন। আমরা আশা করব, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিগগিরই এর বিহিত ব্যবস্থায় এগিয়ে আসবেন।

মোঃ মহিউদ্দিন
সদস্য,
'হাতিয়া পাঠাগার'
আফাজিয়া বাজার,
হাতিয়া, নোয়াখালী।